ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 056 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫৬ ● কলকাতা ● ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 215

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর এইজন্য সফল হয় কারণ সে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বয়সেরও জোর লাগিয়েছে। সে বলেছে, "আমি তোমাদের থেকে বয়সে বড়, সেইজন্য আমার বয়সের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।" বাস্তবিকই সে সবার মধ্যে বয়সে সব থেকে বড় ছিল। আর সবাই তার বয়সকে সম্মান দিয়ে তার কথা মানার নির্ণয় নিয়েছিল।

ক্রমশঃ

বাংলার এসআইআরে ভিনরাজ্য থেকে আসছেন ২০০ বিচারক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোটা দেশে যেমনটা হয়নি, তেমনভাবেই এসআইআর চলছে রাজ্যে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়ো করা হয়েছে বাংলায়। ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যের এমন ৫৩২ জন বিচারককে নথি পুনর্যাচাইয়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, প্রয়োজনে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারক নিয়ে আসতে হবে। এরপরই বিচারক চেয়ে চিঠি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। সুপ্রিম নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। ইতিমধ্যেই দফায় দফায় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন তিনি। আর এবার ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে ১০০ জন করে মোট ২০০ জন বিচারপতি চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৫৩২ জন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে এ রাজ্যে ২৭৩ জন কাজ শুরু করতে পেরেছেন। এবার আরও ২০০ জন এলে, একসঙ্গে ৭০০-র বেশি বিচারক কাজ শুরু করবে, তাতে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, তাতেও কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। এবার ভিনরাজ্য থেকে আসছে বিচারক। জেলা জজদের জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ হলেও দেখা যায়, কাজের জন্য তা যথেষ্ট নয়।

ভোটমুখী বাংলায় আবার সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর আসার কথা শুনে কিছুটা ক্ষিপ্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজ থেকেই রাজ্যে দফায় দফায় চলে আসতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটের বাংলায় মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাবে স্বরাষ্ট্র দফতর। যার মধ্যে আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার চলে আসতে পারে ২৪০ কোম্পানি বাহিনী। কিন্তু কোথায় থাকবে তাঁরা? প্রতিবার ভোটের আগে এবং পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অস্থায়ী বাসস্থান নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। উনি স্কুলকে ধর্মশালা বলছেন, এটা শুনতে খারাপ লাগে। কারণ ব্রাত্য বাবুর নির্দেশে ৮ হাজার ২০০ স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুলগুলো কি স্কুল রয়েছে? এখানে কি শিক্ষা রয়েছে?" উল্লেখ্য, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে। তার আগে বাংলায় ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার সম্ভবনা। বীরভূমে আসছে ৭ কোম্পানি, পুরুলিয়ায় ৫ কোম্পানি, কলকাতায় ১২ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১২ কোম্পানি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনেই কেবল ৪ কোম্পানি বাহিনী, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৪ কোম্পানি বাহিনী থাকবে।কারণ, তাঁদের থাকার জায়গা বলতে একটি, রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলি। যার জেরে কার্যত লাটে ওঠে পড়াশোনা। ভোটমুখী বাংলায় আবার সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর আসার কথা শুনে কিছুটা ক্ষিপ্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বললেন, "কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে থাকে, স্কুলগুলিই একমাত্র ধর্মশালা।

যা থেকে তাদের স্কুলশিক্ষা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। কেন্দ্রের নিশ্চয়ই বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা নিয়ে কোনও ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই কারণে যদি এর জন্য রাজ্যের শিক্ষা ব্যাহত হোক, আমরা চাইব না।" তবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্কুলকে ধর্মশালা বলে অভিহিত করায় পাল্টা খোঁচা দিয়েছে বিজেপি

২৮ ফেব্রুয়ারির তালিকায় নাম থাকবে সকলেরই, তবে কমিশন ভাগ করে দেবে 'ক্যাটেগরি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তবে এটাই চূড়ান্ত তালিকা নয়। এর পর ধাপে ধাপে আরও তালিকা আসবে। কমিশন সূত্রে খবর, আপাতত ২৮ তারিখের তালিকায় সকলের নামই রাখা হবে। তবে কারা 'যোগ্য', কাদের নাম এখনও যাচাই করা যায়নি, তা আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। ভোটারেরা তাঁদের নাম যাচাইয়ের অবস্থা জানতে পারবেন এই তালিকা থেকে। ভোটার তালিকার তথ্যগত অসঙ্গতি নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে বিচারবিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগ করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি রাজ্য এবং কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে শনিবার

এরপর ৩ পাতায়

এসআইআরে মৃতদের পাশে রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাধারণ মানুষ ছাড়াও প্রাণ হারিয়েছেন এই কাজে যুক্ত বিএলও-রাও। এই পরিস্থিতির জন্য বারবারই নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কমিশনের অপরিকল্পিত কাজ, অতিরিক্ত চাপের কারণেই এর নেপথ্যে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।তবে সরকারি কাজ করতে গিয়ে অকালমৃত্যু হয়েছে যাঁদের, তাঁদের পরিবার কার্যত অসহায়। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েছেন সদস্যরা। তাই সেসব পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, সরকারি চাকরি দেওয়া হবে এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে প্রয়াত সরকারি আধিকারিকদের পরিবারের একজন করে সদস্যকে। তবে কোন দপ্তরে চাকরি, কবে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে, সেসব এখনও আলোচনার স্তরে রয়েছে বলে খবর।প্রথম দিন থেকেই মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার ও শাসকদল। এবার স্বজনহারা পরিবারগুলির জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। সূত্রের খবর, এসআইআরের মাঝে প্রাণ হারানো মানুষজনের পরিবারগুলিকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

২৮ ফেব্রুয়ারির তালিকায় নাম থাকবে সকলেরই, তবে কমিশন ভাগ করে দেবে 'ক্যাটেগরি

থেকে দফায় দফায় বৈঠক করছেন। বৃহস্পতিবারও আলোচনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাই কোর্ট ৫৩২ জন আধিকারিককে এসআইআর-এর কাজে সহায়তার জন্য নিয়োগ করেছে। আদালত জানিয়েছিল, প্রয়োজনে ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও বিচারকদের নিয়োগ করা যাবে। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ওই দুই রাজ্য থেকে ১০০ জন করে বিচারক চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কাজ শুরু করেছেন ২৭৩ জন। এখনও অনেক ভোটারের তথ্যগত অসঙ্গতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কমিশনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তথ্যগত অসঙ্গতির বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উপর। আদালত জানিয়েছিল, ২৮ তারিখের মধ্যে এসআইআরের কাজ যত দূর এগোবে, আপাতত তার ভিত্তিতেই তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যাচাই এবং নিষ্পত্তির কাজ কতটা এগোল, তা তালিকায় ভোটারদের জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

সূত্রের খবর, ২৮ তারিখ পর্যন্ত যে নামগুলির নিষ্পত্তি হবে, সেগুলিকে যোগ্য ভোটার হিসাবে ধরা হবে। তাঁদের শুধু নাম তালিকায় উল্লেখ থাকবে। আলাদা করে পাশে কিছু না-ও লেখা থাকতে পারে। যে সমস্ত ভোটারের নাম যাচাই এবং নিষ্পত্তির জন্য বিচারকদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের নামের পাশে লেখা থাকবে 'অ্যাডজুডিকেশন' বা 'বিচারাধীন'। এখনও পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা ৬০ লক্ষ। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে চিহ্নিত যোগ্য ভোটারদের পৃথক তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ওই নামগুলি চূড়ান্ত তালিকায় যোগ করে দেওয়া হবে।

কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর ঘোষণার সময় পশ্চিমবঙ্গে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ জন ভোটার ছিলেন। সেই তালিকা থেকে মৃত, অনুপস্থিত, নিখোঁজ মিলিয়ে ৫৮ লক্ষের বেশি নাম বাদ যায়। খসড়া তালিকায় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ। এই ভোটারদের সকলের নাম ২৮ তারিখের তালিকায় 'ক্যাটেগরি' অনুযায়ী ভাগ করা থাকবে। যাঁদের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে, যাঁদের নামের নিষ্পত্তি হয়নি, যাঁদের নাম যোগ্য হিসাবে অনুমোদন পেয়েছে, সেই অনুযায়ী 'ক্যাটেগরি' সাজানো হতে পারে।

রাজ্যের মুখ নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল বলেছেন, ''খসড়া তালিকার মতোই তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সমস্ত নাম বিচারাধীন, সেগুলি লিখে দেওয়া হবে। যে সমস্ত নাম মুছে গিয়েছে, সেগুলির নীচে লেখা হবে 'ডিলিটেড'। বাকি সব একই থাকবে। ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে যে নাম যোগ হয়েছে, সেগুলি তালিকায় যোগ হবে। যে পুরনো নাম মোছা হয়েছে, সেগুলিতে 'ডিলিটেড' লেখা হবে। ৭ কোটি ৮ লক্ষের নামই প্রকাশ করা হবে। বিচারাধীন ৬০ লক্ষ মতো।''

(২ পাতার পর)

এসআইআরে মৃতদের পাশে রাজ্য সরকার

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে খবর। ৬১ জনের পরিবারকে দেওয়া হবে চাকরি। পরিবার পিছু একজন করে সদস্য এই চাকরি পাবেন বলে খবর।

সূত্রের খবর, এসআইআরের মাঝে প্রাণ হারানো মানুষজনের পরিবারগুলিকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে খবর। ৬১ জনের পরিবারকে দেওয়া হবে চাকরি। পরিবার পিছু একজন করে সদস্য এই চাকরি পাবেন বলে খবর।

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছিল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন। ধাপে ধাপে সমস্ত কাজ শেষে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। আর এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া শেষ করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিএলও, ইআরও, ডিআরও-দের কাছে। সেই চাপ সামলে সবটা ত্রুটিহীনভাবে করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের কাছে। তাঁদের কেউ কেউ এই মানসিক চাপ নিতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। কেউ আবার কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে অসময়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েছেন। অন্যদিকে, এসআইআর নিয়ে চাপে পড়েছেন সাধারণ ভোটাররাও। কারও পর্যাপ্ত নথি না থাকা, কারও আবার শুনানিতে ডাক পাওয়ার মতো বিষয়গুলি ভাবিয়ে তুলেছে। এসবের কারণে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা, এই আতঙ্কে তাঁদের একাংশ হয় আত্মঘাতী হয়েছেন, নয়তো অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন। সবমিলিয়ে সংখ্যাটা একশোর বেশি।

রাষ্ট্রপতি জামসেদপুরে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন

নতুন দিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) ঝাড়খণ্ডের জামসেদপুরে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক জামসেদপুরের শ্রী জগন্নাথ স্পিরিচ্যুয়াল অ্যান্ড কালচারাল চ্যারিটেবল সেন্টার ট্রাস্ট।

অনুষ্ঠানের ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, মহাপ্রভু জগন্নাথ সমগ্র জগতের প্রভু। তাঁর আশীর্বাদ কোনো বৈষম্য ছাড়াই সকল মানুষের উপর বর্ষিত হয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কোলহন অঞ্চল প্রাণবন্ত জনজাতি ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশের অন্যান্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গমের এক সুন্দর উদাহরণ। এই অঞ্চলের মানুষ শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেন। এই সামাজিক সম্প্রীতি মহাপ্রভু জগন্নাথের পুজোর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সারা বিশ্বে যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে, যা তাঁর কাছে উদ্বেগের এবং দুঃখের। একই সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথের প্রতি বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ভক্তি এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজ্যের কোন জেলায় কত বাহিনী?

এসআইআর শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যে বেজে গেল ভোটের দামামা। শনিবারই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ইতিমধ্যে বাহিনী কত আসছে তা জানা গিয়েছে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষনা হতে বেশি দেরি নেই। কলকাতা পুলিশকে ইতিমধ্যে স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রক জানিয়েছে, বাহিনীর জওয়ানরা এলাকায় টহল, স্পর্শকাতর বুথগুলিতে টহল দেওয়া, ভোটারদের মনোবল দেওয়া এবং ইভিএম পাহারা দেওয়র মতো কাজ করবেন। প্রতিটি কোম্পানিতে মোট ৯টি সেকশন থাকবে। এর মধ্যে ৮টি সেকশন ভোটকেন্দ্র ও অন্যান্য দায়িত্বে মোতায়েন থাকবে এবং ১টি সেকশন কুইক রিঅ্যাকশন টিম (QRT) ও তদারকি দায়িত্বে থাকবে। প্রতিটি কোম্পানিতে ন্যূনতম ৭২ জন কর্মী থাকতে হবে। রাজ্য সরকারকে বাহিনীর পরিবহন, লজিস্টিক সহায়তা ও থাকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিআরপিএফের ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্টরের আইজি সঞ্জয় যাদবকে। তাঁকে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয় সাধক হিসাবে নিয়োগ করা।পূর্ব মেদিনীপুর ১৪, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭, কলকাতা ১২, বিধাননগর ৪, ডায়মন্ড হারবার ৬, বারুইপুর ৫, মালদা ১২, মুর্শিদাবাদ ৮, জঙ্গিপুর ৮, ব্যারাকপুর ৯, বীরভূম ৭, হাওড়া কমিশনারেট ৮, কোচবিহার ৯, দার্জিলিং ৬, কালিম্পং ৩, শিলিগুড়ি ৩, আলিপুরদুয়ার ৫, জলপাইগুড়ি ৭, ইসলামপুর ৫, দক্ষিণ দিনাজপুর ১০, কৃষ্ণনগর ৬, বারাসাত ৬, বনগাঁ ৪, পূর্ব বর্ধমান ৮, আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেট ৭, বাঁকুড়া ৭, পুরুলিয়া ৫, সুন্দরবন ৪, বসিরহাট ৭, চন্দননগর ৮, রানাঘাট ৬, ঝাড়গ্রাম ৫, হুগলি ৬, শিলিগুড়ি ৩, রায়গঞ্জ ৬ কোম্পানি বাহিনী থাকছে।

এলাকা নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ভোটের দিন দায়িত্ব পালন এবং স্ট্রং রুম নিয়ে বাহিনী যাতে আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে পারে সেদিকে নজর দিতেই আসছে বাহিনী। পাশাপাশি এলাকা টহলদারি করে তারা ভোটারদের মধ্যেই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চাইবে বলেও মনে করছে কমিশন।

বাহিনী যাতে এখানে এসে সঠিকভাবে থাকতে পারে সেদিকে জোর দেওয়া হবে। তাই আগে থেকেই এবিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ১ মার্চ থেকে রাজ্যে আধাসেনা মোতায়েন করা হবে। দুই দফায় মোট ৪৮০ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। ১ মার্চে ২৪০ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন করা হবে রাজ্যে। বাকি ২৪০ কোম্পানি মোতায়েন করা হবে ১০ মার্চের মধ্যে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিপির কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জন্য প্রাথমিক ভাবে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১ মার্চ রাজ্যে ২৪০ কোম্পানি মোতায়েন করা হবে। প্রথম দফায় ১১০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৫৫ কোম্পানি বিএসএফ, সিআইএসএফ ২১ কোম্পানি, আইটিবিপি ২৭ কোম্পানি ও এসএসবি ২৭ কোম্পানি আসবে। ১০ মার্চ বাকি ২৪০ কোম্পানি মোতায়েন করা হবে। দ্বিতীয় দফায় ১২০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৬৫ কোম্পানি বিএসএফ, ১৬ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২০ কোম্পানি টিআইবিপি, ১৯ কোম্পানি এসএসবি রাজ্যে মোতায়েন করা হবে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ত্রিশতম পর্ব)

বুনে খাচ্ছেন, ভক্তের এঁটো কুড়োচ্ছেন, কাঙালিনী সেজে ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরছেন।

অন্যদিকে সারদা দেবীর বাণী চঞ্চল মনকে শান্ত করে। চিন্তা-ভাবনার দিশাকে নয়া মোড় দেয়। নেতিবাচক ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। মানুষকে কর্মঠ হতে শেখায়। বহু যুগ আগে যেসব কথা তিনি বলে গিয়েছেন, যা অনুভব করে গিয়েছেন, বর্তমান সমাজেও তা প্রোযোজ্য। এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল তাঁর কিছু বাণী। পাঠকদের সুবিধার জন্য বানানে সামান্য পরিবর্তন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ মার্চ মঙ্গলবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

০৩ মার্চ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। এই গ্রহণ ভারতের বেশিরভাগ জায়গা থেকেই প্রত্যক্ষ করা যাবে। শুধুমাত্র দেশের একেবারে পশ্চিমাঞ্চলে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না। এশিয়ার পূর্বাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং আমেরিকাতে এই চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্যমান হবে।

ভারতের বেশিরভাগ প্রান্তেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের শেষ পর্ব চোখে পড়বে। তবে, তা কেবল চন্দ্রোদয়ের সময়েই। কেবল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের কিছু অংশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের শেষ পর্বের দেখা মিলবে। ভারতীয় সময় দুপুর ৩টে ২০ মিনিটে গ্রহণ শুরু হবে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় শুরু হবে বিকেল ৪টে ৩৪ মিনিট নাগাদ এবং শেষ হবে ৫টা ৩৩ মিনিটে।

ভারতে এর আগে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল গত বছর ৭ – ৮ নভেম্বর। পরবর্তী চন্দ্রগ্রহণ ভারত থেকে দেখা যাবে ২০২৮ – এর ৬ জুলাই। তবে, তা হবে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ডাকিনী-যোগিনীরা প্রাচীন মাতৃগণের স্মৃতি বহন করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে মাতৃগণ অত্যন্ত প্রাচীন, এবং মহাভারতে প্রথম তাঁদের নথিবদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়, স্কন্দের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই মাতৃগণের অবতারণা ঘটেছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী জেরুজালেমে প্রযুক্তি সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেছেন

নতুন দিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু একটি প্রদর্শনী ২৫ ফেব্রুয়ারী ঘুরে দেখেন। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজরায়েলের উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি, জল, জলবায়ু, স্বাস্থ্য ও জৈব প্রযুক্তি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃত্রিম মেধা, সাইবার নিরাপত্তা এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তি। এই প্রদর্শনীতে ইজরায়েলের প্রথম সারির সংস্থাগুলির বিভিন্ন গবেষণা তুলে ধরা হয়েছে।

ভারত ও ইজরায়েলের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। "ইন্ডিয়া – ইজরায়েল ইনোভেশন ব্রিজ" উদ্যোগের মাধ্যমে দুটি দেশ বর্তমান সময়কালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংকটের সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রদর্শনী স্থল ঘুরে দেখার সময় প্রধানমন্ত্রী যে সংস্থাগুলির বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন সেগুলি হল –

* কোয়ান্টাম ও ডিপটেক : ইজরায়েলি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সেন্টার এবং ক্লাসিক সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীকে কোয়ান্টাম মেশিনের বিষয়ে জানিয়েছেন। তাঁরা কোয়ান্টাম সফটওয়্যার তৈরির সহজ সরল প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন।

* স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও কৃত্রিম মেধা : ইজ্রায়েলের স্টার্টআপ সংস্থা এআইএসএপি শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় কৃত্রিম মেধার সাহায্যে কিভাবে আরও সহজে কাজ করা যায় সেটি তুলে ধরেছেন। ইজরায়েলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের হরাইজোন স্ক্যানিং বিভাগ 'টেক স্কাউট' যন্ত্রটি সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছে। কৃত্রিম মেধা পরিচালিত এই যন্ত্র কৌশলগত বিভিন্ন ঝুঁকি শনাক্ত করে সেগুলির গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে পারে।

* দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা : মোবিলাই নামের প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনাটি সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সেন্সর এবং চিপ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছে।

* সাইবার নিরাপত্তা : চেক পয়েন্ট সফটওয়্যার টেকনোলজিস বিভিন্ন ঝুঁকি এড়াতে কিভাবে উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যায় সেবিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। এই সংস্থাটি ভারতেও বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত।

* জল ও কৃষি : সুস্থায়ীভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ওয়াটারজেন সংস্থাটি তাদের উদ্ভাবনগুলি তুলে ধরেছে। বাতাস থেকে পানীয় জল উৎপাদন এবং বৃহৎ সেচ প্রকল্পে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগানো এই সংস্থার অন্যতম উদ্ভাবন। বিদ্যুতের ব্যবহার না করে কৃষিকাজ পরবর্তী সময়ে কিভাবে উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি এড়ানো যায় সেটিও ন্যাচারাল অফসেট ফার্মিং-এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছে ওয়াটার জেন।

* জলবায়ু ও জৈব প্রযুক্তি : পরীক্ষাগারে দুধের প্রোটিন উৎপাদন করার ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে জারিত করার পদ্ধতি দেখিয়েছে রিমিল্ক সংস্থাটি। অন্যদিকে বারঅ্যালগি মেশিন লার্নিং এবং অতি ক্ষুদ্র অ্যালগির চাষ করার পন্থা পদ্ধতি উপস্থাপিত করেছে। প্লাস্টিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জৈব সংরক্ষণের পন্থা পদ্ধতি তুলে ধরেছে মিনোরাবায়ো।

* জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ : খনিজ সম্পদকে কত দক্ষভাবে কাজে লাগানো যায় সেটি তুলে ধরেছে জিওফিজিক্যাল ইন্সস্টিটিউট।

* মহাকাশ : যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং সুসংহতভাবে সিন্থেটিক অ্যাপার্চার র‍্যাডারের প্রয়োগ দেখিয়েছে ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ।

প্রধানমন্ত্রী উদ্ভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় ভারত ও ইজরায়েলের যৌথ উদ্ভাবন, স্টার্টআপ সংস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন কৃষি, জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ডিজিট্যাল পরিষেবায় বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অংশীদারিত্বের সমস্ত সম্ভাবনা বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

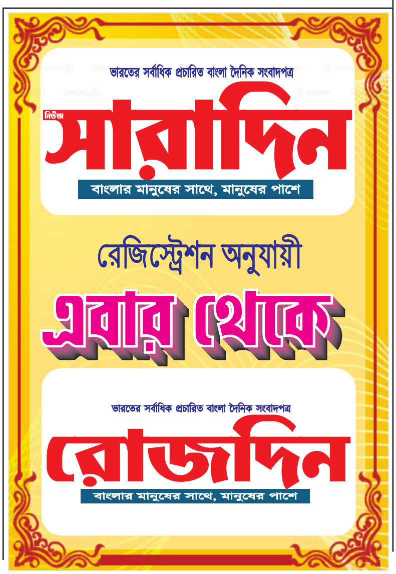

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ০২ মার্চ সরকারি সফরে ভারতে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্নির এই প্রথম সরকারিভাবে ভারত সফর।

২৭ তারিখ তিনি মুম্বাই পৌঁছবেন। এরপর, দু'দিন বিভিন্ন ব্যবসায়িক সম্মেলনে ভারত এবং কানাডার সিইও, শিল্প ও আর্থিক বিশেষজ্ঞ, উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ, এমনকি ভারতে অবস্থিত কানাডার পেনশন ফান্ড বিষয়েও তিনি আলোচনা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী কার্নি পয়লা মার্চ নতুন দিল্লি পৌঁছবেন। ০২ মার্চ হায়দরাবাদ হাউসে উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হবে। ভারত – কানাডা কৌশলগত সম্পর্কের নানা ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অগ্রগতির বিষয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করবেন। ২০২৫ সালের জুন মাসে কানানাস্কিস এবং ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে জোহানেসবার্গে তাঁদের মধ্যে বৈঠকের সূত্র ধরেই এই আলোচনা হবে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানী, বিরল ধাতু, কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জনসম্পর্কের মতো বিষয়ে চলতি সহযোগিতার অগ্রগতি সম্পর্কেও তাঁরা অবগত হবেন। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উন্নয়নের বিষয়ে উভয় নেতা তাঁদের মত প্রকাশ করবেন।

এরপর, দিনের শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী কার্নি ভারত – কানাডা সিইও ফোরামের নির্ধারিত বৈঠকে যোগ দেবেন।

ভারত – কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্নির এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল থেকে জনসম্পর্ককে শক্তিশালী করা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিপূরক ভূমিকা পালনে সমতাপূর্ণ ভিত্তিতে উভয় প্রধানমন্ত্রী ইতিপূর্বে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন। উভয় নেতার মধ্যে আসন্ন এই বৈঠক ভারত – কানাডা যৌথ সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সদর্থক লক্ষ্য পূরণে নতুন সুযোগ এনে দেবে।

(৩ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি জামসেদপুরে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন

সম্মান বিশ্বজুড়ে বেড়ে চলেছে। ভক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি মানুষের ঝোঁক এই বিশ্বাসকে আরও জোরালো করে যে মহাপ্রভু জগন্নাথ সারা বিশ্বের মানব সমাজকে রক্ষা করবেন এবং তাঁদের সুখ নিশ্চিত করবেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে সবচেয়ে জোর দেওয়া হয় সকল প্রাণী, গাছপালার জন্য ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার উপর। এছাড়া দয়াদাক্ষিণ্যকে মনে করা হয় সবচেয়ে বড় গুণ। তিনি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে শ্রী জগন্নাথ স্পিরিচ্যুয়াল অ্যান্ড কালচারাল চ্যারিটেবল সেন্টার ট্রাস্ট সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরশ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষাদানে কাজ করছে। তিনি যেসমস্ত পরিবার আর্থিকভাবে পিছিয়ে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দেন।

শ্রী জগন্নাথ স্পিরিচ্যুয়াল অ্যান্ড কালচারাল চ্যারিটেবল সেন্টার ট্রাস্ট শ্রীমৎ-ভগবদ-গীতা পঠনপাঠনের জন্য আবাসিক শিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে চলেছে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই প্রয়াস তরুণ প্রজন্মের আধ্যাত্মিক জাগরণ, চরিত্র গঠন এবং ব্যক্তিত্ব নির্মাণে অমূল্য অবদান রাখবে।

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সিকিমে চুংথাং – লাচেন সড়ক ও তরম চু সেতুর উদ্বোধন

নতুন দিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ সিকিমে চুংথাং – লাচেন সড়ক ও ৪০০ ফুট দীর্ঘ বেইলি প্রযুক্তিতে নির্মিত তরম চু সেতুর উদ্বোধন করেছেন। ২০২৫ –এর মে – জুন মাসের মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, ২০২৪-এর জুন মাসে ঘূর্ণিঝড় রেমাল এবং ২০২৩ –এর অক্টোবরে হিমবাহের থেকে হড়পা বানের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সীমা সড়ক সংগঠন উত্তর সিকিমে ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ চুংথাং লাচেন সড়ক এবং তরম চু বেইলি সেতু নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আবারও গড়ে উঠল। সীমান্ত সড়ক সংগঠনের ইঞ্জিনিয়াররা নতুন ভাবে ৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করেছেন। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন এই সেতু এবং সড়কটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ঘটাবে।

সিনেমার খবর

মেয়েকে ঘিরে ‘নেগেটিভ পিআর’ বিতর্কে মুখ খুললেন রাবিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেয়েকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ‘নেগেটিভ পিআর’–এর অভিযোগের জবাব দিলেন বলিউড অভিনেত্রী রাবিনা ট্যান্ডন। তার মেয়ে রাশা থাদানির বিরুদ্ধে ওঠা সাম্প্রতিক অভিযোগ তিনি সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি ‘জুম স্পলাইট’ পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে রাবিনা জানান, রাশার গান ‘উই আম্মা’ মুক্তির পর থেকেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। এটি রাশার অভিষেক ছবি ‘আজাদ’-এর একটি গান। এটি প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ‘স্টার কিড’-এর সঙ্গে রাশার তুলনা শুরু হয়, যা পরে তীব্র ট্রলিং ও ‘ফ্যান ওয়ার’-এ রূপ নেয়।

অভিযোগ কী?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন ছড়ায়, রাশার পিআর টিম নাকি অন্য তারকাসন্তানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে তাকে এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন রাবিনা।

তিনি বলেন, ‘আমার পুরো ক্যারিয়ারে কখনো পিআর রাখিনি। আমরা এমন পরিবার নই যে নিজের বন্ধুদের সন্তানদের ছোট করে নিজেদের তুলে ধরব। যাদের নিয়ে তুলনা চলছে, তারা সবাই আমাদের পরিচিত পরিবারের সন্তান।’

রাবিনা আরও বলেন, বিনোদন জগতে গুজব খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তথাকথিত ‘পিআর মেশিনারি’ প্রসঙ্গে আদৌ এমন কোনো পরিকল্পিত প্রচার চলছে কিনা বলে এই অভিনেত্রী প্রশ্নও তোলেন।

রাশার নতুন পথচলা

অভিষেক কাপুর পরিচালিত ‘আজাদ’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন রাশা থাদানি। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি, তবে ‘উই আম্মা’ গানে তার নাচ দর্শকমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

বর্তমানে এই অভিনেত্রী তার পরবর্তী ছবি ‘লাইকে লাইকা’-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সিনেমায় তার সহ-অভিনেতা হিসেবে অভয় ভার্মাকে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সৌরভ গুপ্ত এবং প্রযোজনা করছেন ভাবনা দত্ত ও রাঘব গুপ্ত।

এছাড়া ‘লাইকে লাইকা’ ছবির ‘চাপ তিলক’ গানের মাধ্যমে গায়িকা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন রাবিনা ট্যান্ডনের মেয়ে রাশা।

বিজয়-রাশমিকার বিয়ের আমন্ত্রণপত্র ফাঁস!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিয়ের আমন্ত্রণপত্র ঘিরে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ অনেকের দাবি, ভাইরাল সেই আমন্ত্রণপত্রটি বিজয় দেবরকোণ্ডা ও রাশমিকা মান্দানার বিয়ের। সেই কার্ডে বিয়ের তারিখ হিসেবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি উল্লেখ করা আছে। এ নিয়ে ভক্তদের মাঝে ব্যাপক জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম বলছে, দীর্ঘ সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে এই জুটি সম্পর্কে রয়েছেন। যদিও বিজয়ের টিম নাকি তাদের বাগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এখনো বিয়ে নিয়ে বর-কনের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

সেই কথিত বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে বিয়ে ও বিবাহোত্তর সংবর্ধনার তারিখ, সময় ও ভেন্যুর বিস্তারিত তথ্যও উল্লেখ রয়েছে। আমন্ত্রণপত্র অনুযায়ী, ঘনিষ্ঠ পরিবার ও স্বজনদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত ব্যক্তিগত পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে বিয়ে। তবে মূল উদযাপন রাখা হয়েছে পরবর্তী সময়ে।

জানা যায়, বিয়ের পর হায়দরাবাদে বড় পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। আমন্ত্রণপত্র অনুযায়ী, আগামী ৪ মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় তাজ কৃষ্ণ হোটেলে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা রয়েছে।

ভাইরাল হওয়া বিজয়ের সেই আমন্ত্রণপত্রে লেখা, আমাদের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে আপনাকে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাতে এই চিঠি। পরিবারের ভালোবাসা-আশীর্বাদে রাশমিকা ও আমি এ বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি ছোট আয়োজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি। আমাদের জীবনের এই নতুন অধ্যায় শুরুর স্মৃতি উদযাপনে যারা আমাদের যাত্রার অংশ ছিলেন তাদের সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নিতে পারলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত বিশেষ হবে।

রাজকীয় আবহের জন্য রাজস্থানের ঐতিহাসিক শহর উদয়পুরকেই বিয়ের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন দুজন। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রি-ওয়েডিং আয়োজন। তবে এর বিশেষত্ব হল, বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতায় থাকবে তেলুগু ও কুর্গি-দুই পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন।

এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে আলাদা আলাদাভাবে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে দেখা গেছে দুই তারকাকে। যদিও বিয়ের কার্ডে থাকা তথ্যের সত্যতা নিয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’র শুটিং শুরু, যা বললেন দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি এ সিনেমাটির শুভ মহরত সেরেছিলেন এ সংসদ সদস্য। বিশেষ মুহূর্তে তার দোসর হয়েছিলেন 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' সিনেমার কলাকুশলীরা। সামাজিক মাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, ‘নতুন যাত্রা-নতুন শুরু’। সেখানেই দেখা যায়, 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' সিনেমার পোস্টার। দেবের ওই পোস্টে বরাবরের মতোই উপচে পড়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মন্তব্য। অধিকাংশেরই প্রশ্ন— শুটিং শুরু হবে কবে? যদিও সেই সময় তা খোলাসা করেননি দেব।

রোববার আবার ছবি পোস্ট করে সুখবর দিলেন অভিনেতা। সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে তিনি লিখলেন— '#BAD কাজ শুরু, বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা।' অর্থাৎ আজ থেকেই শুরু হলো শুটিং।

'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' সিনেমাটির গল্প মূলত জলপাইগুড়ি জেলার এক অখ্যাত গ্রাম রাজাডাঙার ধলাবাড়ির বাসিন্দা করিমুল হককে নিয়ে। তিনি ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ নামে পরিচিত। শহর থেকে বহুদূরের প্রান্তিক এলাকার বাসিন্দাদের চিকিৎসার প্রয়োজনে নিজের বাইককেই অ্যাম্বুলেন্সের মতো ব্যবহার করেন করিমুল। বাইকেই তিনি মুমূর্ষু রোগীদের পৌঁছে দেন হাসপাতালে। এভাবেই বছরের পর বছর সমাজসেবা করে চলেছেন করিমুল হক।

এই লড়াকু মানবতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭ সালে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান তুলে দেওয়া হয় তার হাতে। ২০২০ সালে শোনা গিয়েছিল, তার বায়োপিক তৈরি হবে বলিউডে। তবে সিনেমার পরিচালক বিনয় মুদ্গলের কাছ থেকে স্বত্ব কিনে নিয়েছেন প্রযোজক দেব। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনিই। চলতি বছরের আগস্টে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

এর আগে গত বছরে নিজের জন্মদিনে দেব জানিয়েছিলেন— তার ক্যারিয়ারের ৫০তম সিনেমা হতে চলেছে খুব স্পেশাল। আর সেই ৫০তম সিনেমা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন করিমুল হকের জীবনী, যার আদলে তৈরি হতে চলেছে 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা'।

এ সিনেমাটির শুভ মহরত সম্পন্ন হয়, যার বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেতা। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতনু রায়চৌধুরী, রথীজিৎ ভট্টাচার্য, নিলয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা রায়, পার্থসারথি চক্রবর্তীসহ আরও অনেকেই। শুভ মহরতের দিন দেব পরেছিলেন একটি সাদা কারুকার্য করা পাঞ্জাবি ও সঙ্গে সাদা পায়জামা।

‘ভারতের চতুর্থ একাদশও পাকিস্তানকে হারিয়ে দিবে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনা ও তীব্র লড়াই—এমন প্রত্যাশাই থাকে দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই দ্বৈরথে ভারসাম্য নেই; পাকিস্তান বারবার ভারতের কাছে পরাজিত হচ্ছে। সর্বশেষ রোববার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৬১ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে তারা।

এর আগেও গত বছরের এশিয়া কাপে টানা তিন ম্যাচে পাকিস্তানকে সহজেই হারিয়েছিল ভারত। দলের এমন দুরবস্থা দেখে সমালোচনায় সরব হয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এক ভিডিও বার্তায় শ্রীকান্ত বলেন, শাহিন আফ্রিদি আগের ধার হারিয়েছেন। একসময় ওয়াকার ইউনুস, ইমরান খান, ওয়াসিম আকরামের মতো কিংবদন্তি

পেসারদের দলে থাকলেও এখন নাকি পাকিস্তান একটি মানসম্মত ফাস্ট বোলার খুঁজতেই হিমশিম খাচ্ছে। সাবেক এই প্রধান নির্বাচক আরও মন্তব্য করেন, পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপেও যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। তার ভাষায়, যদি বাবর আজমকেই দলের প্রধান ভরসা ভাবতে হয়, তাহলে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি খেলার প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নবিদ্ধ।

ভারতের বিপক্ষে সাম্প্রতিক ম্যাচে শাহিন দুই ওভারে ৩১ রান খরচ করে একটি উইকেট নেন। অন্যদিকে বাবর মাত্র ৭ বলে ৫ রান করে আউট হন।

শ্রীকান্ত তার চ্যানেলের ভিডিওতে বলেছেন, ‘এমন পাকিস্তানকে কি দেখেছেন? ওয়াকার ইউনুস, ইমরান খান, ওয়াসিম আকরাম, তারপর আরও কত— আকিব জাভেদ, কতজন বোলার? এখন তারা একজন ফাস্ট বোলারকে পেতে ধুঁকছে। আপনাদের দেশের ক্রিকেট এতটা পিছিয়ে পড়েছে? ব্যাটিংয়ে তো যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যাটারও নেই। বাবর আজম যদি আপনাদের প্রধান ম্যাচ খেলোয়াড় হয়, তাহলে ছেড়ে দিন, আপনাদের টি-টোয়েন্টি খেলারই প্রয়োজন নেই।’

শ্রীকান্ত আরও কটাক্ষ করে বলেন, ‘একটা সত্যি কথা বলব? ভারতের চতুর্থ একাদশও তাদেরকে উড়িয়ে দেবে। তাদের বলা উচিত ‘আমরা মূল দল তোমাদের সঙ্গে খেলব না, ভারতের সি (তৃতীয় সারির) দল তোমাদের বিপক্ষে খেলবে।’ ভারতের সি দলও তাদেরকে হারাবে।’

বিশ্বকাপ শেষেই ভারতীয় তারকার বিয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১০ম আসর চলছে। বিশ্বকাপ শেষেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন ভারতীয় তারকা ওপেনার ইশান কিশান। পাত্রী জয়পুরের বাসিন্দা এক মডেল। বন্ধুত্ব থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুই জনের।

ইশান কিশানের প্রেমিকার নাম ফাঁস করে দিলেন তার দাদু অনুরাগ পাণ্ডে। দুই পরিবার তাদের সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। বিয়ের দিন চূড়ান্ত হওয়া বাকি। অনুরাগ জানিয়েছেন, নাতির আনন্দেই তিনি খুশি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যস্ত ঈশান। দুই বছর পর জাতীয় দলে ফিরে একের পর এক ম্যাচ জেতাচ্ছেন ভারতকে। গতকাল রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭৭ রানের ইনিংস প্রশংসিত হয়েছেন। বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম ভরসা ঝাড়খণ্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান। তিনি যখন বিশ্বকাপে ব্যস্ত, সে সময়ই তার প্রেমিকার নাম ফাঁস করে দিয়েছেন অনুরাগ।

এক সাক্ষাৎকারে ইশানের দাদু বলেছেন, ‘ইশান কাকে এবং কবে বিয়ে করতে চায় আমরা জানি। ইশান যাকে খুশি বিয়ে করুক। আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের ছেলের খুশিতেই আমাদের খুশি।’

তিনি আরও বলেছেন, ‘ইশানের দাদাও নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। আমরা মেনে নিয়েছি। ইশানের ক্ষেত্রেও আমাদের মেনে নিয়ে সমস্যা নেই। ইশানের বান্ধবীর নাম অদিতি। সে একজন মডেল।’

বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নে মাঠে ফিরলেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ দুই মাসের চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর অবশেষে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার আবার মাঠে ফিরেছেন। সান্তোসের হয়ে তিনি ক্যাম্পেওনাতো পওলিস্তা লিগে ভেলো ক্লাবের বিপক্ষে খেলেন, ম্যাচে সান্তোস ৬-০ গোলে বড় জয় পেয়েছে।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন নেইমার। মাঠে নামার পরই দেখা যায় তাকে আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমী। কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন মুহূর্ত উপহার দেন তিনি, পাশাপাশি প্রতিপক্ষের কঠিন ট্যাকলও সামলাতে হয়।

ম্যাচ শেষে সান্তোস কোচ হুয়ান পাবলো ভয়ভোদা বলেন, ‘নেইমারকে সবারই প্রয়োজন, সান্তোস ও জাতীয় দলে। সে ভালো খেললে আনচেলত্তিও খুশি হবেন। সে বিশ্বমানের খেলোয়াড় এবং এখনও জয়ের তীব্র ইচ্ছা রাখে। অনুশীলন ও ম্যাচে সে সর্বদা সেরাটা দিতে চায়।’

গত বছরের ৭ ডিসেম্বর ব্রাজিলিয়ান লিগে ক্রুজেইরোর বিপক্ষে খেলার পর থেকেই মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। বাম হাঁটুর মেনিস্কাসে অস্ত্রোপচারের কারণে তাকে দীর্ঘ সময় পুনর্বাসনে থাকতে হয়েছিল।

কোচ ভয়ভোদা বলেন, ‘দল কঠোর পরিশ্রম করছে এবং ক্লাবের গুরুত্ব বুঝে খেলছে। নেইমার দলের তারকা হিসেবে থাকলে সবার কাছ থেকে আরও ভালো পারফরম্যান্স আশা করা যায়।’

চোটমুক্ত হয়ে এখন নেইমারের মূল লক্ষ্য আগামী গ্রীষ্মের বিশ্বকাপ। তিনি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির দলে জায়গা করে নেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে চান। ব্রাজিল গ্রুপ ‘সি’-তে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে, এরপর হাইতির মুখোমুখি হবে এবং গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে খেলবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR